75

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 OCT. 1995
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

নকল সার্টিফিকেটের কারখানা আবিষ্কার
৫ লক্ষাধিক জাল সার্টিফিকেট উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গতকাল ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি বিশেষ দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লালবাগ খাজে দেওয়ান প্রথম লেনস্থ একটি বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী ও মাষ্টার্সের কয়েকশত জাল সার্টিফিকেট ও জাল সীলমোহর উদ্ধার করে। এসময় সামসু নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত সামসুর স্বীকারোক্তি মোতাবেক লালবাগ ওয়াটার ওয়ার্কস রোডস্থ জমসের আলীর বাড়ী হতে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক হাজার জাল সার্টিফিকেট, মার্কশীট ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ১৫০টি ছাপানো সাদা অতিরিক্ত উত্তরপত্র (লুসশীট) উদ্ধার ও আসামী জমসের আলীকে গ্রেফতার করে। জমসের আলী কোতোয়ালি আনোয়ারা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের করণিক পদে কর্মরত। এসময় তাদের অপর সহযোগী জামালকে লালবাগ চাঁদনীঘাট হতে গ্রেফতার করা হয়। আসামীদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক গোয়েন্দা পুলিশের উক্ত দলটির কেরানীগঞ্জ থানার ইমামবাড়ী রোডস্থ আসামী মোঃ হাসানের বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে তাকে সার্টিফিকেট তৈরীরত অবস্থায় গ্রেফতার করে। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ হাজার জাল সার্টিফিকেট, জাল নম্বর ফর্দ ও প্রচুর সীলমোহর উদ্ধার করে। এরপর কেরানীগঞ্জ হাজী আব্দুল বারেক রোডের 'মহসীন' প্রেসে অভিযান চালিয়ে ৫ ট্রাংক ভর্তি ৩ লক্ষাধিক জাল সার্টিফিকেট, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের সনদপত্র, প্রশংসাপত্র, প্রবেশপত্র উদ্ধার করে। উক্ত প্রেসে ঢাকা

বিপুলসংখ্যক জাল সার্টিফিকেটসহ গ্রেফতারকৃত জালিয়াত সামসু, জমসের আলী, জামাল, হাসান ও শাহাবুদ্দীন

ছবি ঃ ডিএমপি

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সার্টিফিকেট ছাপানোর ডাইস মেশিন পাওয়া যায়। কেরানীগঞ্জ হাওলা এলাকায় ফরিদের বাসা থেকে ৩ ট্রাংক ভর্তি দুই লক্ষাধিক জাল সার্টিফিকেট উদ্ধার করা হয়। আসামী ফরিদ টের পেয়ে পালিয়ে যায়। এসময় মহসিন প্রেসের কর্মচারী সাহাবুদ্দিনকে গ্রেফতার ও ৫০ হাজার সার্টিফিকেট উদ্ধার করা হয়।

আসামীদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক একটি বিশাল জালিয়াত চক্র দীর্ঘদিন ধরে জাল সার্টিফিকেট ও কাগজপত্র বানিয়ে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে তা বিক্রি করে আসছে। এসব জাল সার্টিফিকেট সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এ সমস্ত জাল সার্টিফিকেট দিয়ে প্রতারকরা বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসে নির্বিঘ্নে চাকরি করে আসছে। বিশেষত প্রমোশনের ক্ষেত্রে ও অবৈধ পন্থায় চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসব জাল সার্টিফিকেটের ব্যবহার বেশী হচ্ছে। এই কুখ্যাত জালিয়াত চক্রের সাথে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত রয়েছে।